মাক্সিম গোর্কি

দাঙ্কোর জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড





মাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) — প্রখ্যাত সোভিয়েত লেখক — শিশুদের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের উদ্ধারের জন্য জীবনোৎসর্গকারী দাঙ্কোর উপকথাটি খ্যাতনামা লেখক রচিত অন্যতম উল্লেখযোগ্য রোমাণ্টিক কাহিনী।

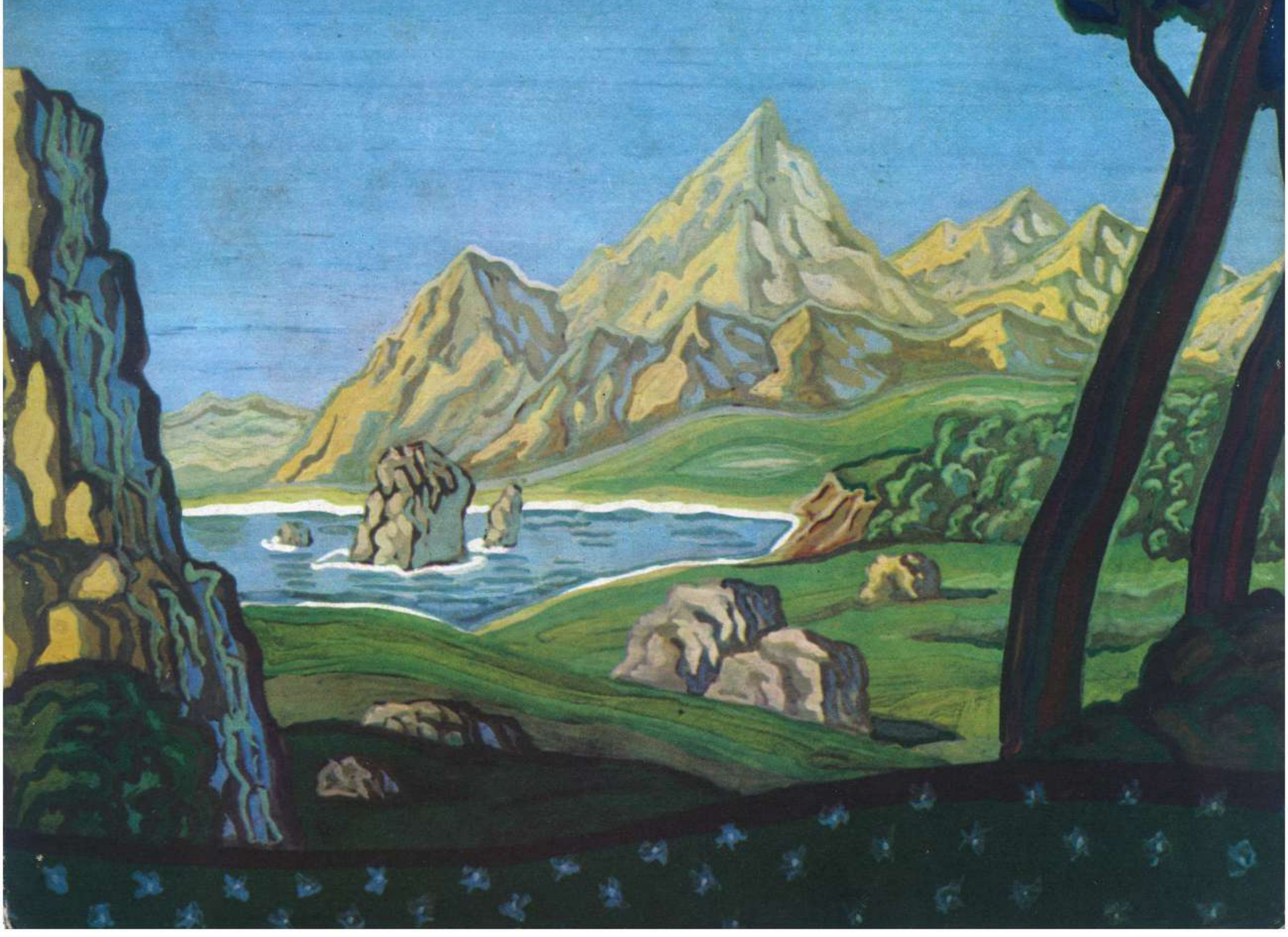
মাক্সিম গোর্কি

দাঙ্কোর জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড

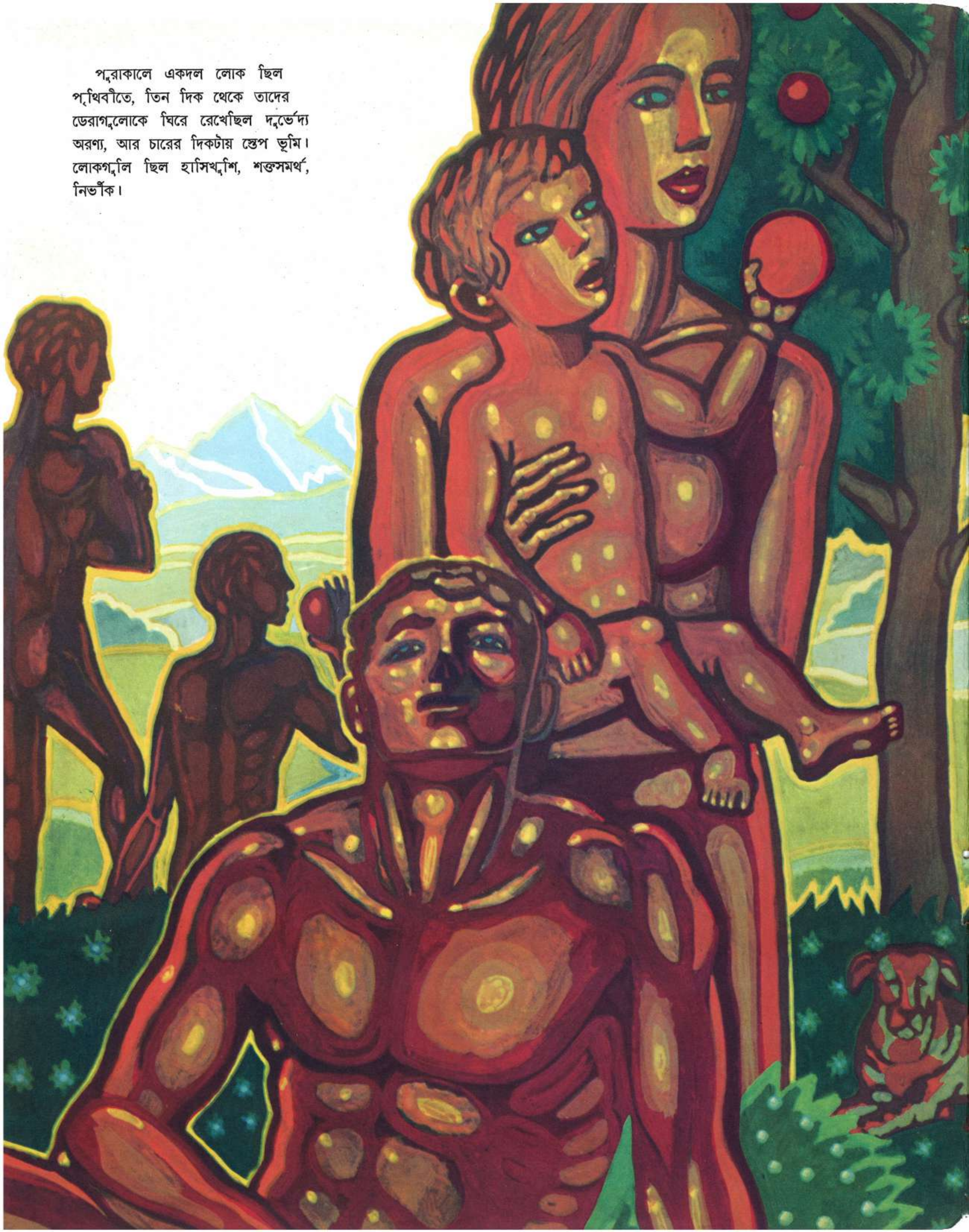
অনুবাদ: ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা: ভ্লাদিমির বিসেনগালিয়েভ

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো



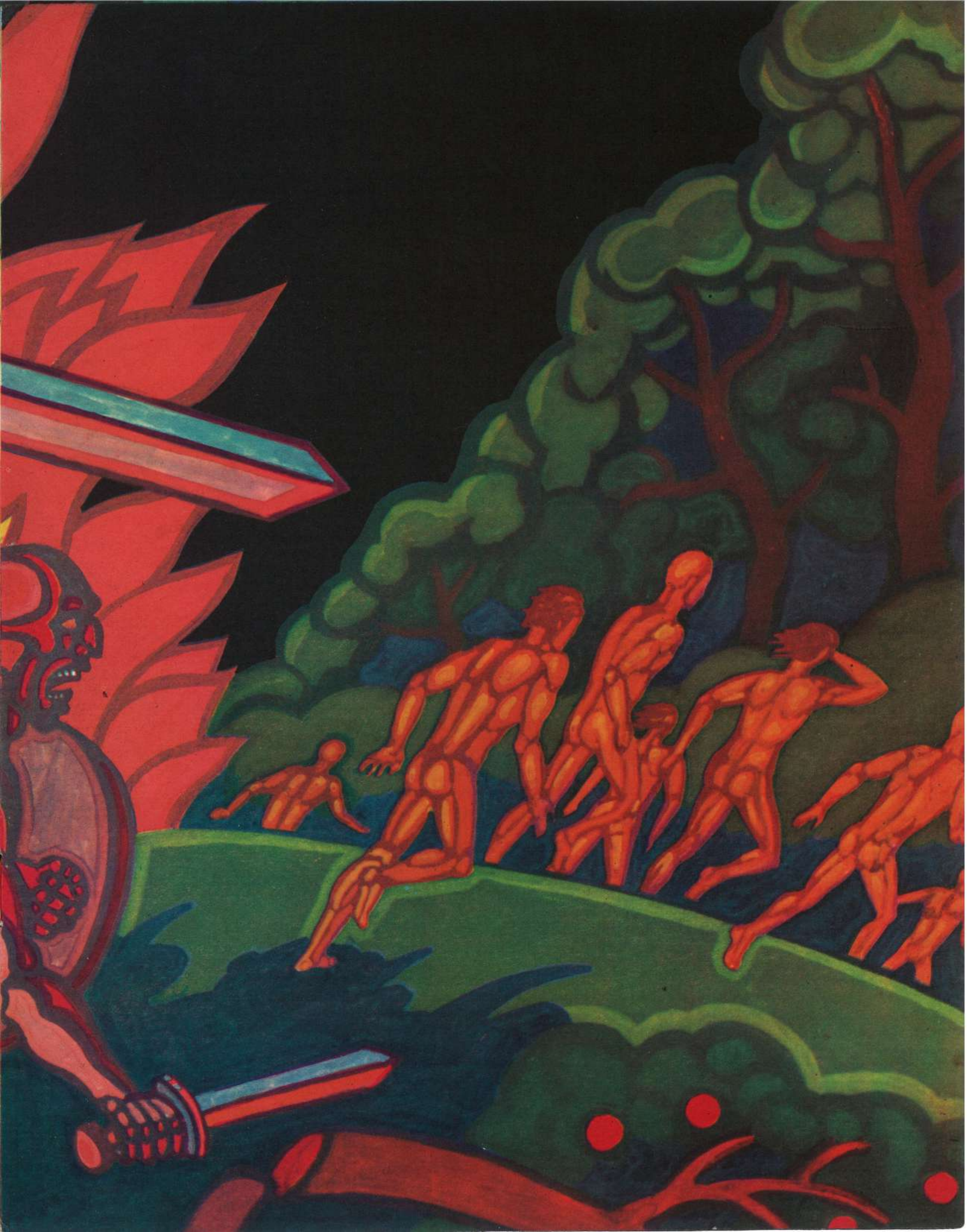
পুরাকালে একদল লোক ছিল পৃথিবীতে, তিন দিক থেকে তাদের ডেরাগুলোকে ঘিরে রেখেছিল দুর্ভেদ্য অরণ্য, আর চারের দিকটায় স্তেপ ভূমি। লোকগুলি ছিল হাসিখুশি, শক্তসমর্থ, নির্ভীক।



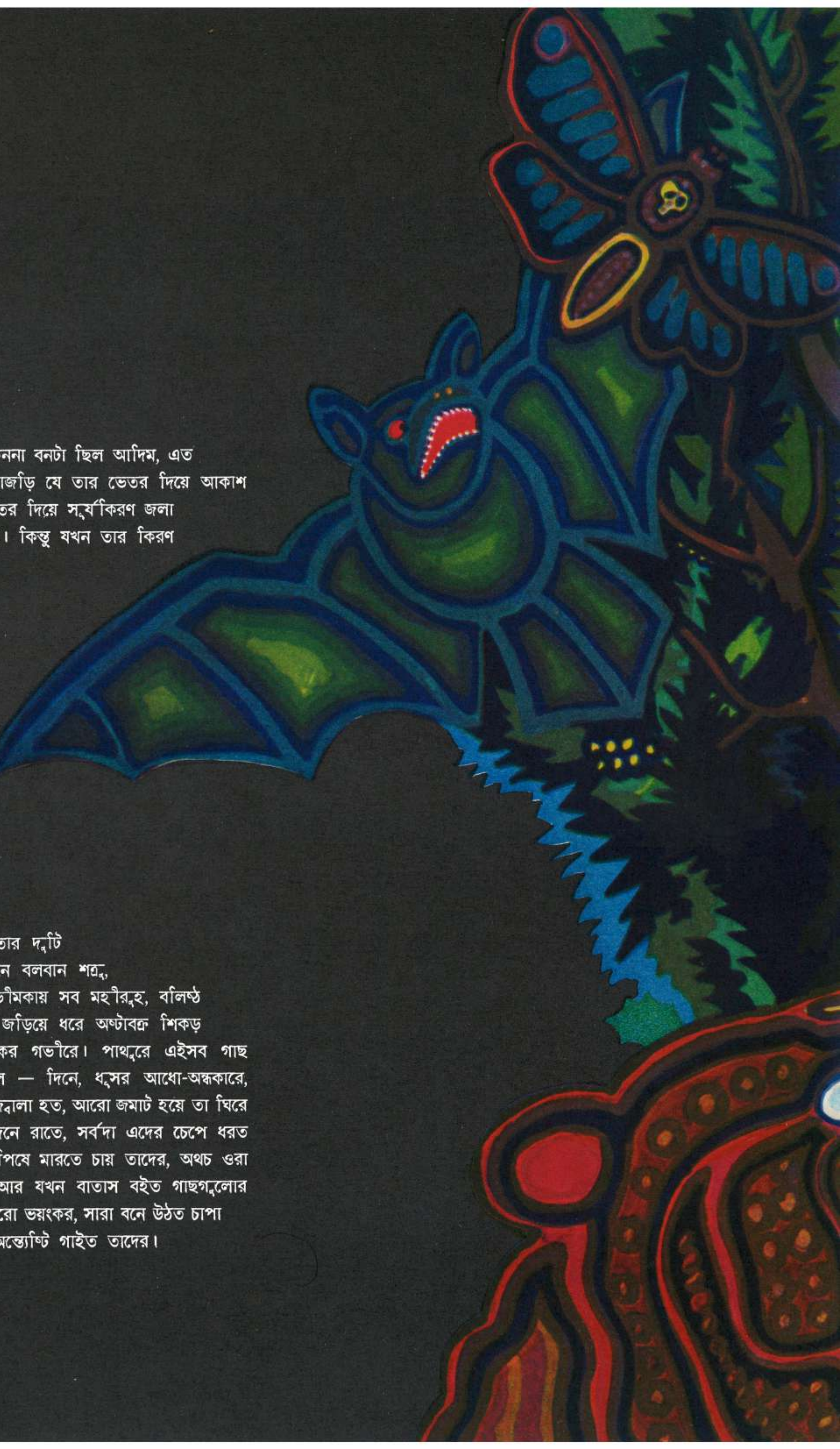


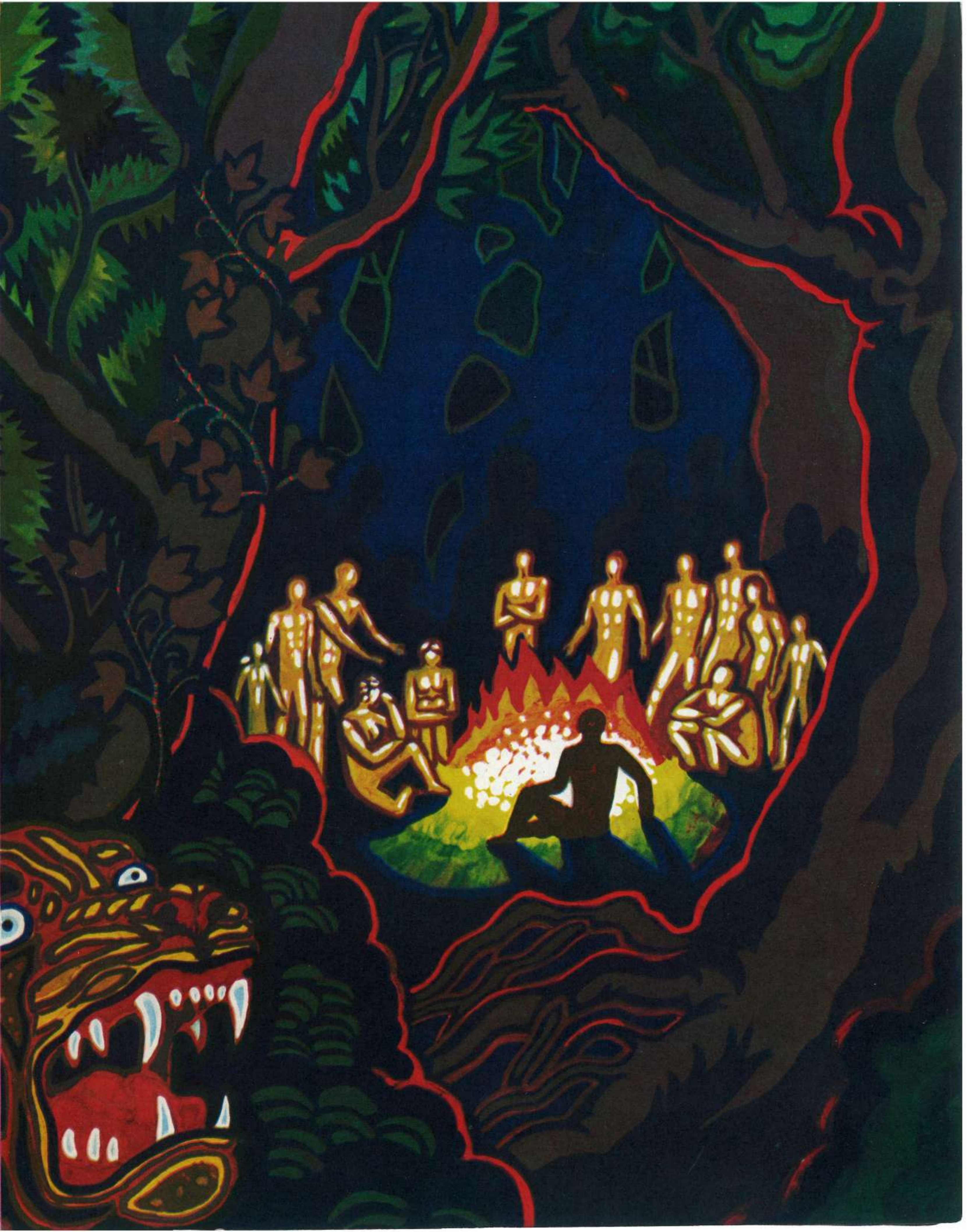
তারপর একদিন এল দুঃসময়: কোত্থেকে যেন অন্য জাতের লোক এসে আদি বাসিন্দাদের ভাগিয়ে দিল অরণ্যের গভীরে।



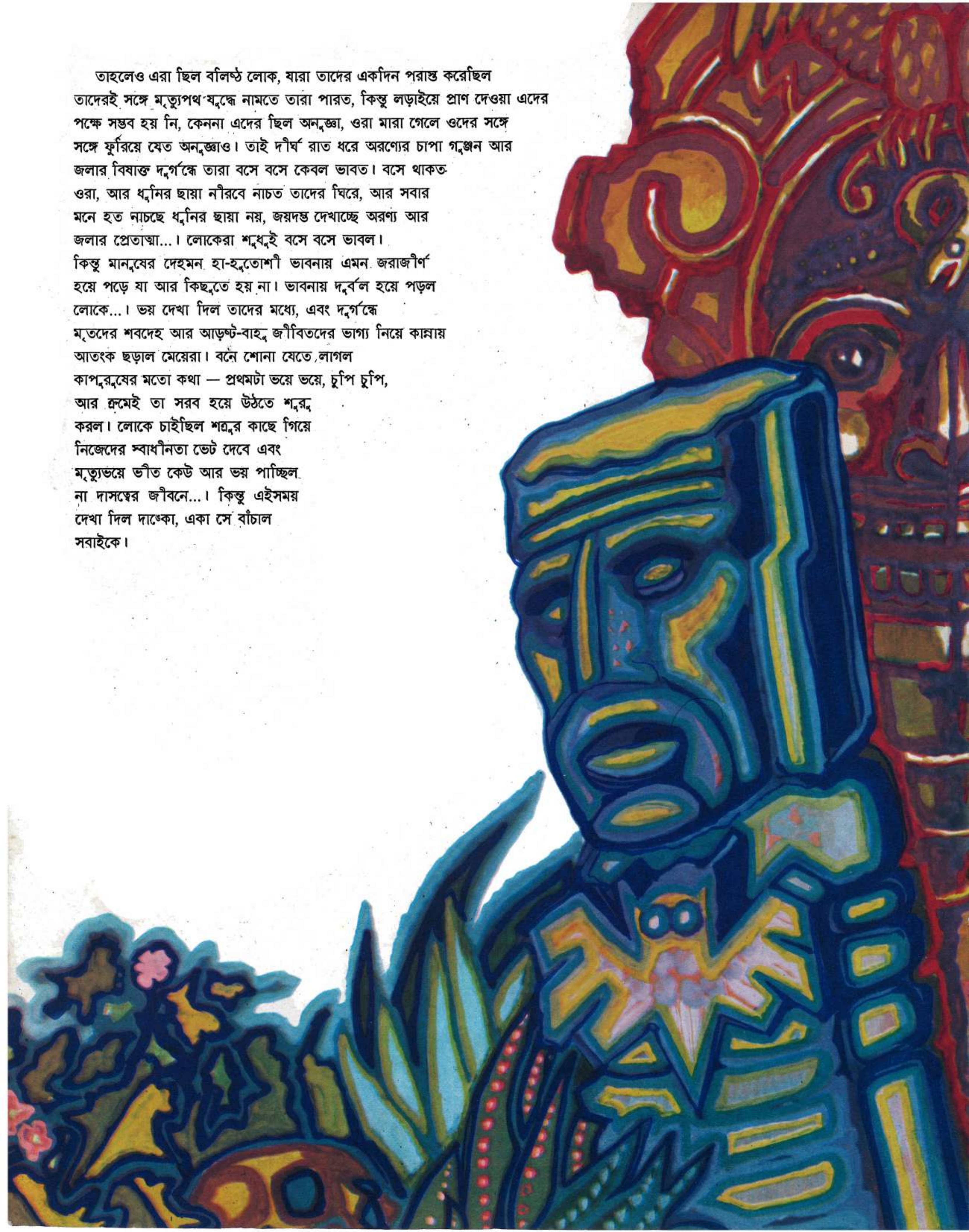


সেখানে জলা আর অন্ধকার। কেননা বনটা ছিল আদিম, এত নিবিড় সেখানে ডালপালার জড়াজড়ি যে তার ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যেত না। ঘন পাতার ভেতর দিয়ে সূর্যকিরণ জলা পর্যন্ত বড়ো একটা পেঁছত না। কিন্তু যখন তার কিরণ
জলার জলে গিয়ে
পড়ত, অমনি
উঠত বিকট
দুর্গন্ধ আর
তাতে মারা
যেতে লাগল
একের পর
এক লোক।
তখন এই
কুলের বৌ
আর শিশুরা
কাঁদতে শুরু করলে, আর
বাপেরা ভাবতে লাগল,
হুতাশে পড়ল। দরকার ওই
অরণ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া, তার দুটি
পথ: একটা পেছনে — সেখানে বলবান শত্রু,
আরেকটা সামনে — সেখানে ভীমকায় সব মহীরুহ, বলিষ্ঠ হাতে পরস্পরকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে অষ্টাবক্র শিকড় নামিয়েছে জলার এঁটেল পাঁকের গভীরে। পাথুরে এইসব গাছ দাঁড়িয়ে থাকত নির্বাক, নিশ্চল — দিনে, ধূসর আধো-অন্ধকারে, বিশেষ করে সন্ধ্যায় যখন ধুনি জ্বালা হত, আরো জমাট হয়ে তা ঘিরে আসত লোকগুলোকে। আর দিনে রাতে, সর্বদা এদের চেপে ধরত নীরন্ধ্র অন্ধকারের বেড়, যেন পিষে মারতে চায় তাদের, অথচ ওরা স্তেপের খোলামেলায় অভ্যস্ত। আর যখন বাতাস বইত গাছগুলোর ওপর দিয়ে, তখন হয়ে উঠত আরো ভয়ংকর, সারা বনে উঠত চাপা আওয়াজ, যেন শাসানি দিয়ে অন্ত্যেষ্টি গাইত তাদের।





তাহলেও এরা ছিল বলিষ্ঠ লোক, যারা তাদের একদিন পরাস্ত করেছিল তাদেরই সঙ্গে মৃত্যুপথ যুদ্ধে নামতে তারা পারত, কিন্তু লড়াইয়ে প্রাণ দেওয়া এদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, কেননা এদের ছিল অনুজ্ঞা, ওরা মারা গেলে ওদের সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যেত অনুজ্ঞাও। তাই দীর্ঘ রাত ধরে অরণ্যের চাপা গুঞ্জন আর জলার বিষাক্ত দুর্গন্ধে তারা বসে বসে কেবল ভাবত। বসে থাকত ওরা, আর ধ্বনির ছায়া নীরবে নাচত তাদের ঘিরে, আর সবার মনে হত নাচছে ধ্বনির ছায়া নয়, জয়দম্ভ দেখাচ্ছে অরণ্য আর জলার প্রেতাত্মা...। লোকেরা শুধুই বসে বসে ভাবল। কিন্তু মানুষের দেহমন হা-হুতোশী ভাবনায় এমন জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে যা আর কিছুতে হয় না। ভাবনায় দুর্বল হয়ে পড়ল লোকে...। ভয় দেখা দিল তাদের মধ্যে, এবং দুর্গন্ধে মৃতদের শবদেহ আর আড়ষ্ট-বাহু জীবিতদের ভাগ্য নিয়ে কান্নায় আতংক ছড়াল মেয়েরা। বনে শোনা যেতে লাগল কাপুরুষের মতো কথা — প্রথমটা ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি, আর ক্রমেই তা সরব হয়ে উঠতে শুরু করল। লোকে চাইছিল শত্রুর কাছে গিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ভেট দেবে এবং মৃত্যুভয়ে ভীত কেউ আর ভয় পাচ্ছিল না দাসত্বের জীবনে...। কিন্তু এইসময় দেখা দিল দাঙ্কো, একা সে বাঁচাল সবাইকে।





দাঙ্কো ওদেরই একজন সুরূপ তরুণ, আর রূপবানেরা সর্বদাই হয় সাহসী। নিজের সাথিদের সে বললে:

'পথের পাথর সরানো যায় না ভাবনা দিয়ে। যে কিছুই করে না তার কিছুই হয় না। আমরা কি কেবল ভেবে ভেবে হা-হুতাশে শক্তি ক্ষয় করব। উঠে দাঁড়াও, ঢুকব বনে, তার ভেতর দিয়ে চলে যাব, ওর তো একটা শেষ আছে, দুনিয়ায় শেষ আছে সবকিছুরই। চলো যাই! হেই!..'

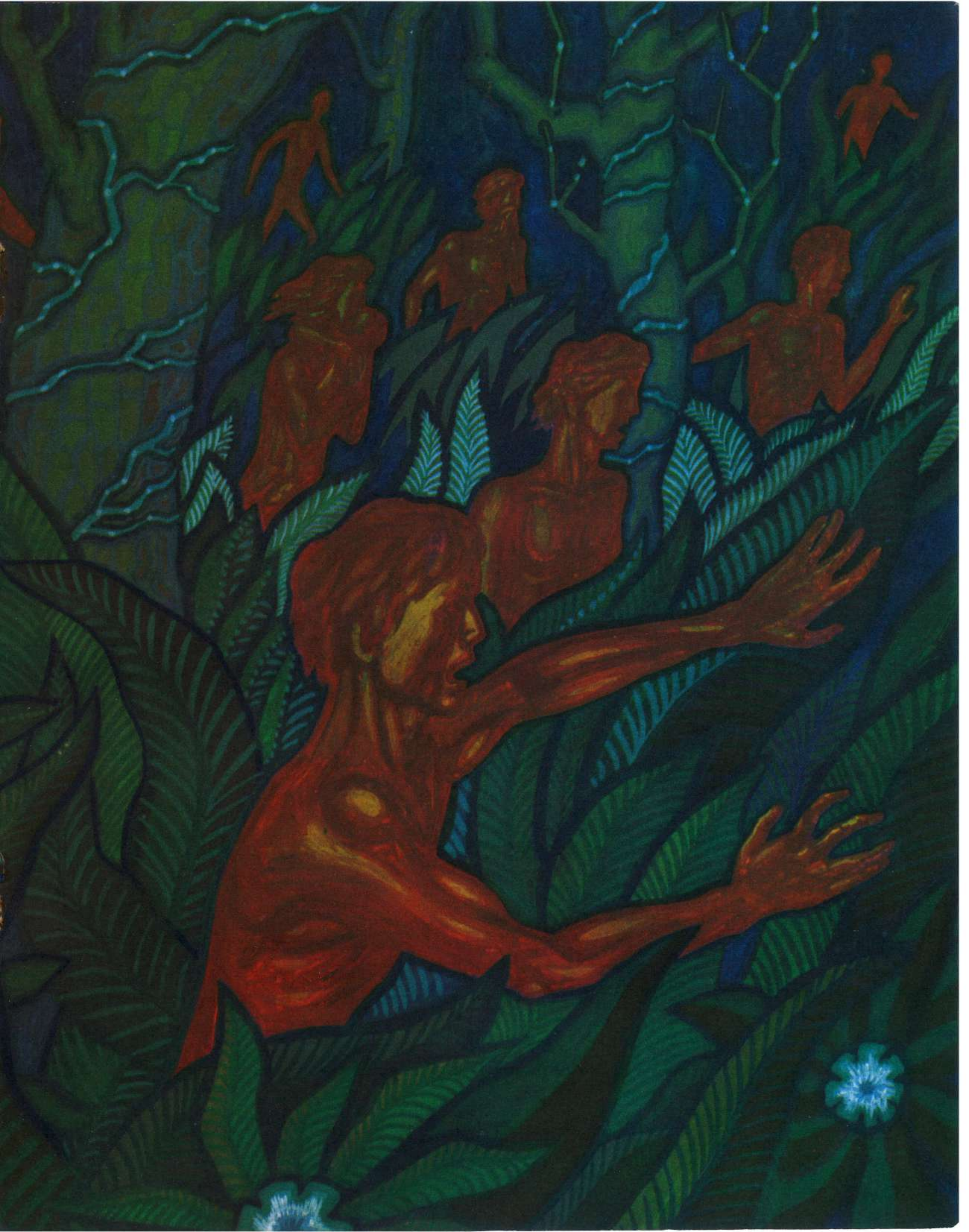
লোকে ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল যে ও সবার থেকে ভালো, কেননা তার চোখের মণিতে জ্বলজ্বল করছিল প্রচুর শক্তি আর জীবন্ত আগুন।

'তুমি নিয়ে চলো আমাদের!' ওরা বললে।

তখন সে ওদের নিয়ে যেতে লাগল...।

ওদের নিয়ে যাচ্ছিল দাঙ্কো। সবাই একসঙ্গে চলল তার পেছন পেছন — বিশ্বাস করেছিল তাকে। পথটা ছিল দুর্গম! চারিদিক অন্ধকার, আর প্রতি পদে জলা তার লোলুপ পঙ্কময় মুখ হাঁ করে গিলে খাচ্ছিল লোকেদের, পথে এক দুর্দান্ত প্রাচীর খাড়া করলে গাছগুলো। নিজেদের মধ্যে ডালপালা তারা জড়াজড়ি করে রইল, সাপের মতো সর্বত্র বাড়িয়ে দিলে শিকড়, এক-এক পা এগুতে বহু ঘর্ম ও রক্ত পাত করতে হল লোকেদের। অনেকদিন ধরে চলল তারা...। ক্রমেই বেশি নিবিড় হয়ে আসে বন, ক্রমেই ফুরিয়ে আসে শক্তি! তখন গুঞ্জন উঠতে লাগল দাঙ্কোর বিরুদ্ধে, লোকে বললে, ও তরুণ, অনভিজ্ঞ, মিছেমিছি আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কোথায়। অথচ দাঙ্কো ওদের আগে আগে চলতে লাগল ফুর্তি করে, দ্বিধাহীন।





কিন্তু একদিন বাজ পড়ল বনের ওপর, চাপা ভয়াল ফিসফিসানি শুরু করল গাছগুলো। তখন বন হয়ে উঠল এমন অন্ধকার যেন পৃথিবী জন্মাবার পর থেকে তাতে যত রাত দেখা দিয়েছে, তা সবই পুঞ্জীভূত হয়েছে সেখানে। বিদ্যুতের বিভীষণ কোলাহলে বড়ো বড়ো গাছগুলোর মাঝখান দিয়ে চলল ছোটো ছোটো মানুষেরা, চলল ওরা আর ভীমকায় মহীরুহেরা দুলে দুলে, ক্যাঁচকোঁচিয়ে গুমগুম করে গাইতে লাগল ক্রুদ্ধ গান, বনের মাথার ওপর ঝলক দিয়ে মুহূর্তের জন্যে বিদ্যুতের নীল নিষ্প্রাণ আলো দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি দ্রুত মিলিয়ে যেতে লাগল লোকেদের আঁতকে দিয়ে। বিদ্যুতের নিষ্প্রাণ ছটায় আলোকিত গাছগুলোকে মনে হচ্ছিল জ্যান্ত, অন্ধকারের বন্দিত্ব থেকে যে লোকগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে তারা লম্বা লম্বা, গিঁঠগিঁঠ হাতে ঘন জাল বুনে পথরোধ করতে চাইছিল তাদের। আর ডালের অন্ধকার থেকে যাত্রীদের দিকে যেন চাইছিল ভয়াবহ, কালো, নিষ্প্রাণ কী একটা।

পথটা ছিল দুর্গম, তাতে অবসন্ন হয়ে মনোবল হারাচ্ছিল লোকে। কিন্তু নিজেদের যে শক্তি নেই সেটা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছিল তারা, তাই যে লোকটা ওদের আগে আগে চলেছে, বিদ্বেষে আর আক্রোশে সেই দাঙ্কোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। তাকে তারা এই বলে ভর্ৎসনা করতে লাগল যে তাদের পরিচালনা করার সামর্থ্য তার নেই।

থেমে গেল ওরা, বনের বিজয় গর্জন আর চঞ্চল তমসার মধ্যে ক্লান্ত হিংস্র লোকগুলো সমালোচনা করতে লাগল দাঙ্কোর।

ওরা বললে, 'তুই একটা হীন, আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর লোক! তুই আমাদের নিয়ে এসে জেরবার করে ছেড়েছিস। এর জন্যে তোকে মরতে হবে।'

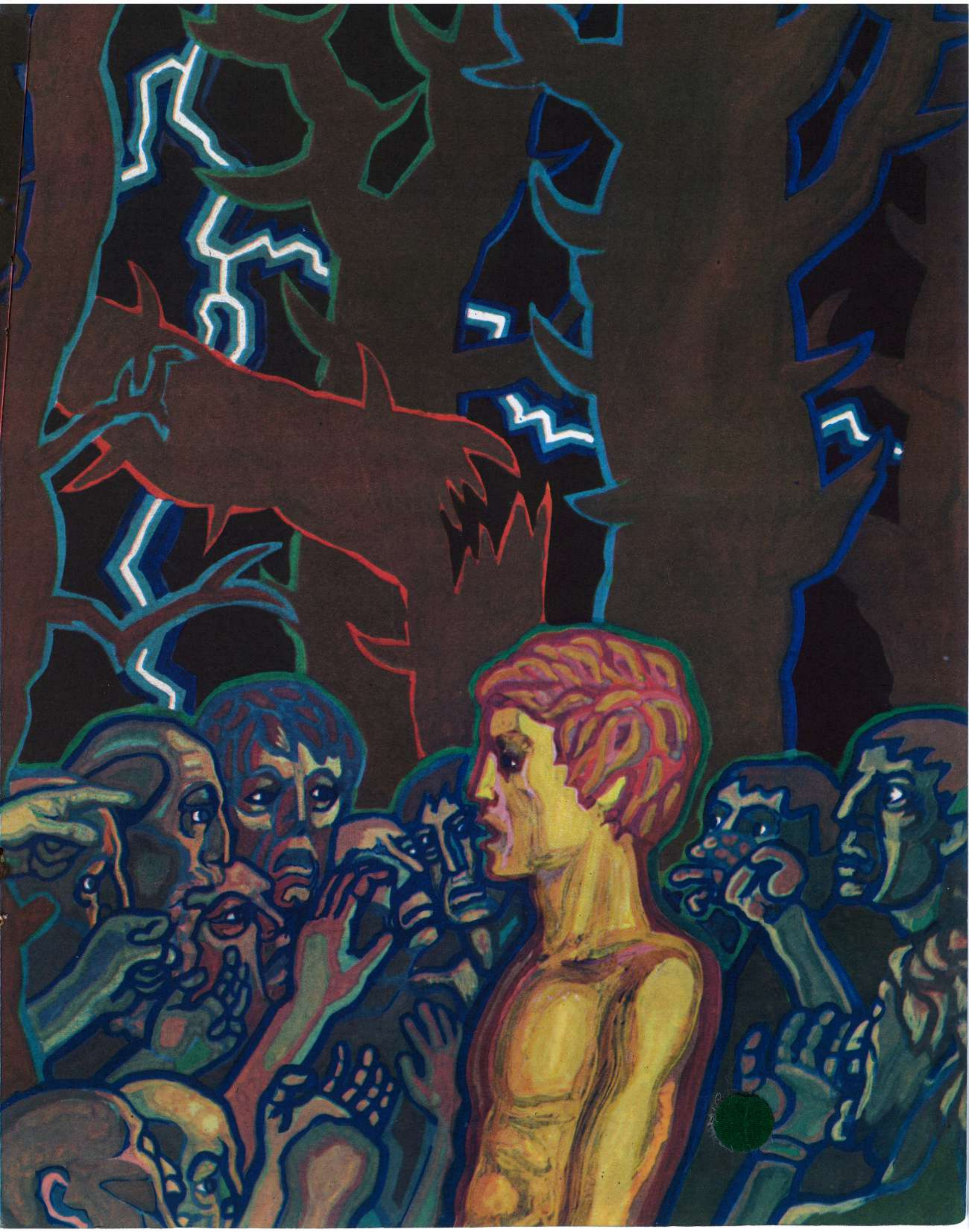
ওদের দিকে বুক চিতিয়ে দাঙ্কো চিৎকার করলে: 'তোমরা বললে 'নিয়ে চলো!' — নিয়ে এসেছি। নিয়ে যাবার মতো সাহস আমার আছে, তাই নিয়ে এসেছি তোমাদের! আর তোমরা? নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কী করেছ? শুধু হেঁটেছ তোমরা, বেশি লম্বা পথের জন্যে শক্তি জমিয়ে রাখতে পারো নি। তোমরা শুধু হেঁটেছ আর হেঁটেছ, একপাল ভেড়ার মতো।'

কিন্তু এ কথায় তারা ক্ষেপে উঠল আরো বেশি।

'তোকে মরতে হবে! মরতে হবে তোকে!' গর্জন করে উঠল তারা।

আর তাদের চিৎকার প্রতিধ্বনিত করে গম গম করে চলল বন, অন্ধকারকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করল বিদ্যুৎ। যাদের জন্যে সে খেটেছে, তাদের দিকে তাকাল দাঙ্কো, দেখল তারা জন্তুর মতো হয়ে উঠেছে। অনেক লোক তাকে ঘিরে ছিল, কিন্তু মুখে তাদের ঔদার্য নেই, তাদের কাছ থেকে সাহায্যের আশা বৃথা। তখন তার বুকে ফুঁসে উঠল রাগ, কিন্তু লোকেদের জন্যে কষ্ট হওয়ায় সে রাগ জল হয়ে গেল। লোকেদের ভালোবাসত সে, তার মনে হল, সে না থাকলে হয়ত মারা পড়বে এরা। তাদের সাহায্য করা, সহজ পথে পৌঁছে দেবার আকাঙ্ক্ষায় জ্বলে উঠল তার হৃৎপিণ্ড আর চোখে দেখা দিল সেই প্রবল আগুনের ছটা। আর ওরা তা দেখে ভাবলে দাঙ্কো রাগে





আগুন হয়ে উঠেছে, তাই জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তার চোখের মণি। ওদের সঙ্গে দাঙ্কো লড়বে এই ভেবে নেকড়ের মতো উৎকর্ণ হয়ে উঠল তারা, সহজে দাঙ্কোকে ধরে খুন করার জন্যে ওরা চেপে ঘিরে ধরতে লাগল তাকে। ওরা কী ভাবছে সেটা দাঙ্কো বুঝল, তাতে আরো জ্বলজ্বলিয়ে জ্বলতে লাগল হৃৎপিণ্ড কেননা এই ভাবনাটাই তার মধ্যে বিষাদের জন্ম দিল।

আর বন গেয়ে চলল তার বিমর্ষ সঙ্গীত, ডেকে চলল বাজ, বৃষ্টি ঝরতে লাগল...।

'এই আমি করব লোকেদের জন্যে!' বাজের চেয়েও প্রচণ্ড চিৎকার করে বললে দাঙ্কো।

হঠাৎ সে তার হাত দিয়ে বিদীর্ণ করে দিলে তার বুক, তা থেকে নিজের হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে তুলে ধরল মাথার অনেক ওপরে।

তা জ্বলজ্বল করছিল সূর্যের মতো, সূর্যের চেয়েও বেশি। লোকেদের জন্যে মহাপ্রেমের মশালে দীপ্ত অরণ্য চুপ করে গেল, আর এই আলো থেকে তমসা পালাল বনের গভীরে, কাঁপতে কাঁপতে লুটিয়ে পড়ল জলার পচা মুখ-গহ্বরে। স্তম্ভিত লোকেরা দাঁড়িয়ে রইল নিথর হয়ে।

'চলো!' চেঁচিয়ে ডেকে দাঙ্কো এগিয়ে গেল তার নিজের জায়গায়, জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ডকে তুলে ধরে পথ আলো করতে লাগল লোকেদের।





মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারা চলল তার পেছু পেছু। তখন ফের অবাক হয়ে চুড়ো নেড়ে শনশনিয়ে উঠল বন, কিন্তু সে গুঞ্জন চাপা পড়ে গেল ধাবমান লোকেদের পদশব্দে। জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ডের অপরূপ দৃশ্যে মোহিত হয়ে সবাই ছুটতে লাগল নির্ভয়ে, দ্রুত। এবারও মৃত্যু — কিন্তু বিনা অনুশোচনায় বিনা অশ্রুপাতে। আর সামনে কেবলি এগিয়ে চলেছে দাঙ্কো, জ্বলেই যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড।



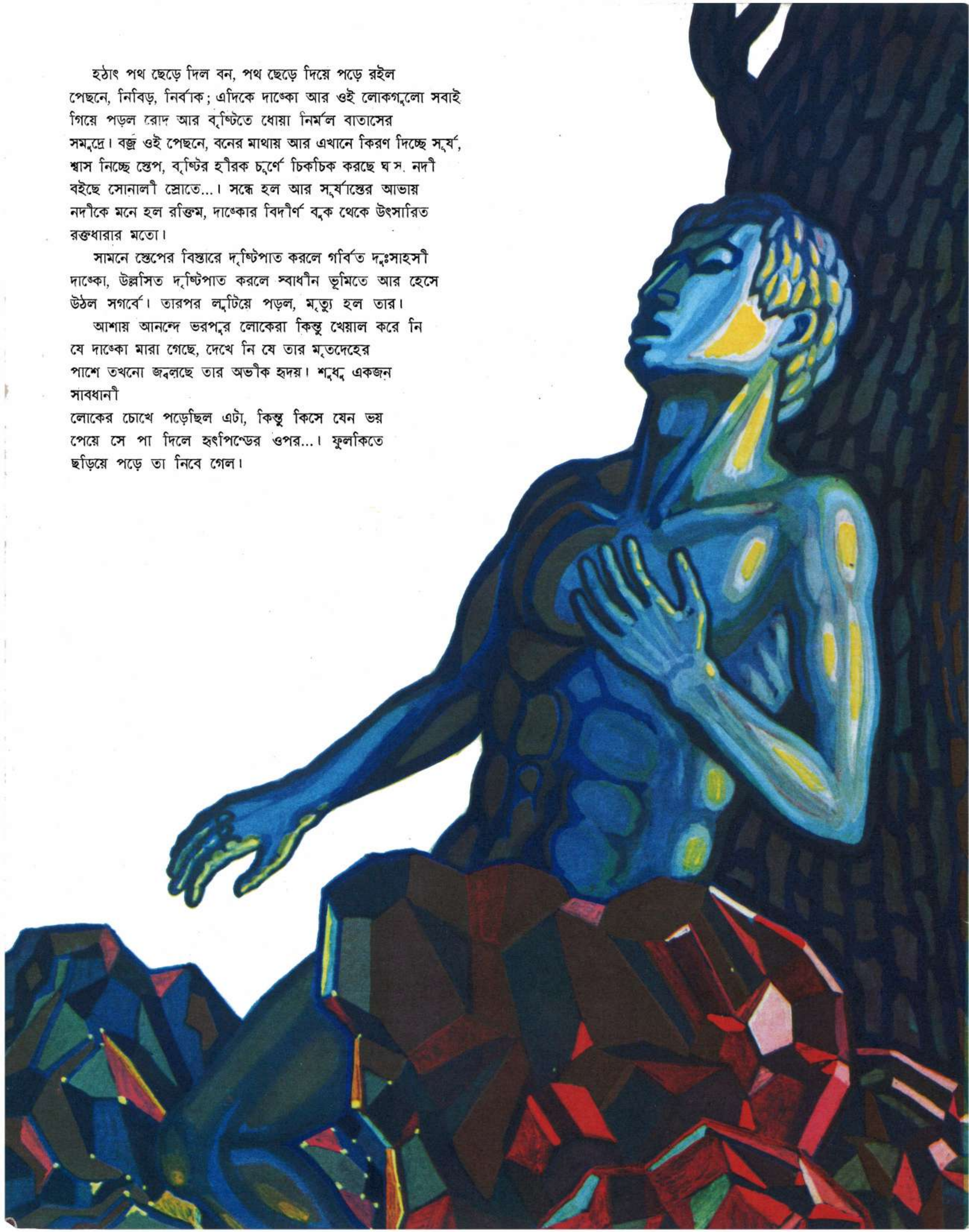


হঠাৎ পথ ছেড়ে দিল বন, পথ ছেড়ে দিয়ে পড়ে রইল পেছনে, নিবিড়, নির্বাক; এদিকে দাঙ্কো আর ওই লোকগ্নলো সবাই গিয়ে পড়ল রোদ আর বৃষ্টিতে ধোয়া নির্মল বাতাসের সমুদ্রে। বজ্র ওই পেছনে, বনের মাথায় আর এখানে কিরণ দিচ্ছে সূর্য, শ্বাস নিচ্ছে স্তেপ, বৃষ্টির হীরক চূর্ণে চিকচিক করছে ঘাস, নদী বইছে সোনালী স্রোতে...। সন্ধে হল আর সূর্যাস্তের আভায় নদীকে মনে হল রক্তিম, দাঙ্কোর বিদীর্ণ বুক থেকে উৎসারিত রক্তধারার মতো।

সামনে স্তেপের বিস্তারে দৃষ্টিপাত করলে গর্বিত দুঃসাহসী দাঙ্কো, উল্লসিত দৃষ্টিপাত করলে স্বাধীন ভূমিতে আর হেসে উঠল সগর্বে। তারপর লুটিয়ে পড়ল, মৃত্যু হল তার।

আশায় আনন্দে ভরপুর লোকেরা কিন্তু খেয়াল করে নি যে দাঙ্কো মারা গেছে, দেখে নি যে তার মৃতদেহের পাশে তখনো জ্বলছে তার অভীক হৃদয়। শুধু একজন সাবধানী

লোকের চোখে পড়েছিল এটা, কিন্তু কিসে যেন ভয় পেয়ে সে পা দিলে হৃৎপিণ্ডের ওপর...। ফুলকিতে ছড়িয়ে পড়ে তা নিবে গেল।

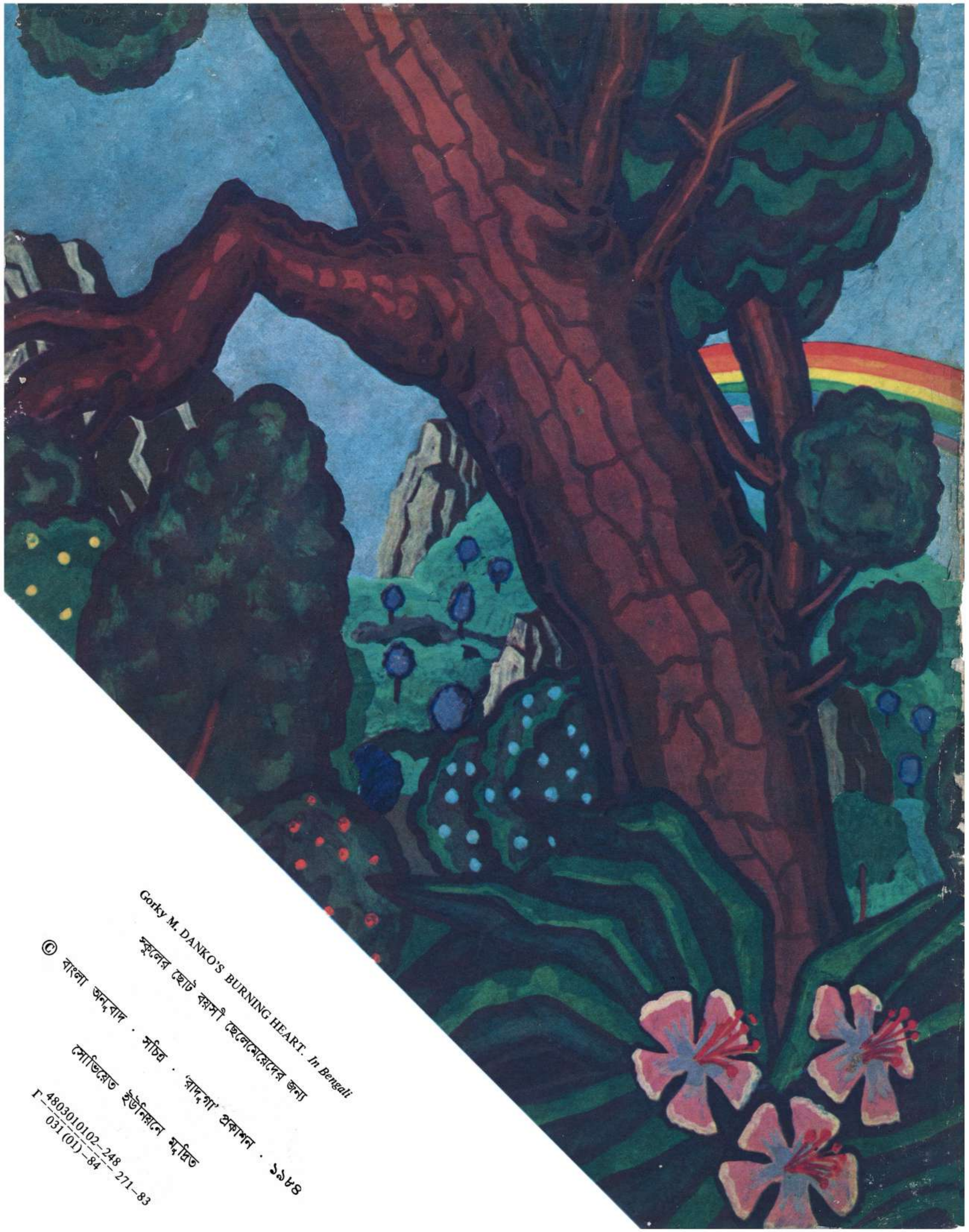




বজ্রপাতের আগে স্তেপে যে নীলাভ ফুলকি দেখা দেয়, সেটা এসেছে এই থেকেই।







Gorky M. DANKO'S BURNING HEART. *In Bengali*

স্কুলের ছোট বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Г 4803010102—248 / 031(01)—84 271—83